দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 2008 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

রেজাল্ট কার্ড শিশুপ্রতিভা মূল্যায়নের মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়

জামালউদ্দিন বারী

আমাদের জাতির অতীত ইতিহাস একদিকে যেমন ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর অন্যদিকে তেমনি শোষণ, বঞ্চনা ও ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত। অতীতের সেই ব্যর্থতার জোয়াল এখনো আমাদের ঘাড়ে কিছুটা চেপে আছে। এ থেকে রাতারাতি বা দু-এক বছরে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রত্যাশা করা যে দুরাশা তা ইতোমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু হাজার হাজার মাইলের অভিযাত্রা একটিমাত্র পদবিক্ষেপের মাধ্যমেই শুরু হয়, সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। জাতির এক চরম ক্রান্তিকালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত সময়ের অসমাপ্ত, অবহেলিত, অমীমাংসিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে হাত দিয়েছেন। গত ৩৬ বছরে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্গতি, দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার দুষ্টচক্র তৈরী করেছে। সুতরাং সরকার প্রথমেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এক প্রবল দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছেন। 'আইনের চোখে সকলে সমান' এ জাতীয় বাক্য এতদিন মানুষ স্রেফ কথার কথা হিসেবেই মনে করত। কারণ অনেক মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে জিরো থেকে হিরো হয়ে গেছে, দেশের আইন, পুলিশ বা প্রশাসন যেন শুধু তাদেরই আজ্ঞাবহনকারীর ভূমিকা পালন করতো। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনার পর সাধারণ মানুষ দেখল সেসব ধরাছোঁয়ার বাইরের লোকগুলো আইন-আদালতের কাছে বড় অসহায়। দুর্নীতির কারণে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, মসলা কিনতে গিয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আয়ের প্রায় পুরোটাই চলে যাচ্ছে। আর নিম্ন আয়ের দিনমজুর শ্রেণীর মানুষের পক্ষে পরিবারের খাদ্যচাহিদার পুরোটা যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারের সদস্যদের আবাসন, চিকিৎসা ও সন্তানের শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ আরো কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। সমাজের কোটি কোটি প্রান্তিক মানুষের এই দৈন্যদশা আগামী দিনে আরো দুর্বল ও অশিক্ষাপ্রবণ প্রজন্মের আশঙ্কাকেই জোরালো করছে। গত সপ্তায় ঢাকায় প্রকাশিত একাধিক সংবাদ প্রতিবেদনে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে সরকারের অসহায়ত্ব তুলে ধরা হয়। প্রায় দেড় বছরে খাদ্যের মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ার রেকর্ড প্রতিবেশী কোন দেশে তো নেইই সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কোথাও এ ধরনের নজির নেই বলে একটি সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যানের মতে, গুটিকয় বড় ব্যবসায়ী 'সমিতি' করে যেভাবে খুশি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এনবিআর চেয়ারম্যান যে 'সমিতি' বলতে বাজার নিয়ন্ত্রণের 'সিন্ডিকেটকেই' বুঝিয়েছেন তা সহজেই বুঝা যায়। তিনি এসব ব্যবসায়ী সমিতিকে পাকিস্তান আমলে জাতীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী ২২ পরিবারের সাথেও তুলনা করেছেন।

দেশ ও জাতির প্রতি কমিটমেন্টহীন ট্রেডিংনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু মুনাফার হিসাবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ বিপুল কর্মহীন জনসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শ্রমঘন বা কর্মসংস্থাননির্ভর বিনিয়োগের প্রতি মনোযোগী হওয়া সময়ের দাবী। এ ক্ষেত্রে গার্মেন্টস ও হিমায়িত মৎস্য রফতানীর মত শ্রমঘন শিল্পখাতের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী চক্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক অস্থিতিশীলতা রুখতে সরকার ও ব্যবসায়ী মহলের সম্মিলিত, কার্যকর ও স্থায়ী উদ্যোগ ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে আস্থা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

ব্যাংকে হাজার হাজার কোটি অলস টাকা পড়ে থাকলেও উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ ব্যাংকগুলোও সম্মিলিতভাবে গতবছর অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে কতিপয় বড় ব্যবসায়ী বা 'সমিতি'র মনোপলি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানো এবং বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালার অধীনে আবদ্ধ করা এবং ট্রেডিং বাণিজ্যের বদলে কর্মসংস্থান নির্ভর বিনিয়োগে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি সংকট উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে পারে।

রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীরা এ সমাজেরই মানুষ। সমাজের ক্ষমতাশালী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ হিসেবে নিজ সমাজের দরিদ্র নিরন্ন মানুষগুলোর প্রতি তাদের যে বিশেষ দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা কোনভাবেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শুধু শাস্তি বা কঠোর আইন প্রয়োগ করেই এসব উচ্চশিক্ষিত ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর আচরণ ও দায়িত্ববোধ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর জন্য তাদের অতীতের পারিবারিক আবহ এবং শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী। যেহেতু কেউই অতীতকে পরিবর্তন বা মুছে ফেলতে সক্ষম নয়, সুতরাং ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাসহ আইনগত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সারাবিশ্বেই কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ বেড়ে চললেও পাল্লা দিয়ে সন্ত্রাস আরো বেড়ে যাওয়ার পেছনে নৈতিক মূল্যবোধ জাগরিত করার শিক্ষার অনুপস্থিতিকেই দায়ী করা যায়। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও বিশ্ব গড়ে তুলতে ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধ একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর পন্থা বলে মনে করা হচ্ছে। নৈতিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মত সমস্যার সমাধানের পথ তৈরী করার প্রতিই এখন বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে। আর এ জন্য সর্বাগ্রে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষত প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার ভিত্তিকে আরো অনেক মজবুত করতে হবে। যারা সমাজের দরিদ্র মানুষদের ঠকিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিলাসী জীবন যাপন নিশ্চিত করতে কোটি কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছেন তাদেরকে সমাজের মানুষের সন্দেহ ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলে অনেকেই অবৈধ সম্পদ অর্জনে নিরুৎসাহিত বোধ করতেন। দুর্নীতি ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ জমা করে নির্বিঘ্নে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণের দিন যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে সমাজের ততই মঙ্গল।

আমাদের জাতীয় জীবনে আজকের দুরবস্থার জন্য অতীতের ভ্রান্ত রাজনীতি ও শিক্ষানীতিকে দায়ী করা যায়। আর আজকের পরিকল্পনা ও নীতিকৌশলের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনার বাস্তবায়ন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু জীবিকার উপায় বা কর্মমুখী করার যে দাবী উচ্চারিত হচ্ছে, তার পাশাপাশি শিক্ষাকে প্রকৃত লক্ষ্যে পরিচালিত করার প্রতি মনোযোগী না হলে দেশে হাজার হাজার দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনীতিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা শিক্ষকের জন্ম দিয়ে কোন লাভ হবে না। শুধু বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই মানস চেতনা গড়ে ওঠেনা, একজন মানুষের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার পেছনে শৈশব থেকে পরিবার ও সমাজের প্রতিটি মানুষের আন্তরিক সমর্থন এবং সামাজিক পরিবেশ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতায় শিশুর অধিকার এবং আমাদেরকে শিশুর জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। নতুনদের জন্য স্থান ছেড়ে দেয়ার আগেই সকল জঞ্জাল সরিয়ে নতুন শিশুর জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার সুমহান দায়িত্বের চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু নেই। আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের সমাজ সেই দায়িত্ব কতটা পালন করতে পারছে তার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

পাঁচ বছর বয়েসী শিশুপুত্রকে নিয়ে একুশের বইমেলায় যাওয়ার পথে বাসে বসে শিশুটি পিতাকে অজস্র প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, পিতা বিরক্ত হয়ে প্রথমে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, অতঃপর কড়া ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিতার মোবাইল ফোন বেজে উঠলে কথোপকথনের মধ্যে অনেকগুলো মিথ্যা ভাষণ শিশুটির মধ্যে একধরনের বিস্ময়বোধ তৈরী করে থাকবে। শিশুরা পিতা-মাতাকে ভালবাসবে, তাদের অনুকরণ করে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পিতামাতা ও পাঠ্যপুস্তক শিশুকে যতই 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি', 'ঝগড়া করা ভাল নয়' ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিতে চান না কেন পরিবারে ও সমাজে এসব বাক্যের বিপরীত কাজ অহরহ ঘটতে দেখলে এবং শিশু তার অনুকরণ করলে দোষ দেবো কাকে? আমাদের অসহযোগিতা এবং কথায়-কাজে নানাবিধ অসঙ্গতি দেখে শিশু বিক্ষুব্ধ বা বিদ্রোহী হয়ে উঠতেই পারে। প্রায় প্রতিটি পরিবারে হরহামেশা চলছে শিশুদের এই বিদ্রোহ। আমরা যাদের দুষ্টু, অবাধ্য বা অমনোযোগী শিশু বলে চিহ্নিত করছি তাদের অবাধ্যতার পেছনে পরিবার ও সমাজের নিষ্ঠুরতা বা অমনোযোগিতাই দায়ী। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পিতা-মাতা অঢেল সম্পদ গড়তে অবৈধ পন্থা ও দুর্নীতি করতেও পিছপা হন না। নামী-দামী স্কুলে ভর্তি করে, হাজার হাজার টাকায় টিউটর রেখে ভাল বাড়ী-গাড়ীর ব্যবস্থা করেই সন্তানকে সমাজের সুপারস্টার বানাতে গিয়ে স্কুলের রেজাল্ট কার্ডই হয়ে ওঠে শিশুর প্রতিভা মূল্যায়নের মাপকাঠি। নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে জীবন ও জগৎকে বুঝে ওঠার আগেই শিশুকে চারদেয়ালে বন্দী করে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকে বেঁধে ফেলার মধ্যেই আমাদের সবচে বড় ক্ষতি হচ্ছে। আর অসংখ্য টিভি চ্যানেল এবং কিছু ইন্টারনেট সাইট সাইবার এডিকশন সৃষ্টি করে আমাদের শিশুদের চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এ সুযোগ অবারিত রাখাও সমীচীন নয়। যেখানে দেশের অর্ধেকের বেশী শিশু অপুষ্টির শিকার, প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি, আবাসন, চিকিৎসা এবং শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত সেখানে কিছু সংখ্যক শিশু চারদেয়ালের ভেতর গ্রস্থকীট হয়ে, সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে কার্টুন নেটওয়ার্ক আর কম্পিউটার গেমসে সময় পার করছে। তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়া সম্ভব নয়। অবৈধ পথে অর্জিত সম্পদ তো নয়ই, শিশুকে স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে পিতা-মাতা উভয়ে বাড়ির বাইরে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে শুধুমাত্র বিত্ত-বৈভব দিয়ে শিশুর কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিশুর মধ্যে স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা এবং সৎ ও সুন্দর মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়াই রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের মূল দায়িত্ব। শিশুরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিক্ষাকে বাণিজ্য ও বৈষম্যমুক্ত করে প্রতিটি শিশুকে দক্ষ জনশক্তি ও সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টির ওপরই নির্ভর করছে আমাদের দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।